

Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks

Ministry of Industries



THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) JOURNAL

পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	
ডকেট নং-	তার-
(ক)	পরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
(খ)	পরিচালক (পেঃ ও ডিঃ)
(গ)	পরিচালক (ট্রেডমার্কস)
(ঘ)	পরিচালক (ডাব্লিউটিও)
(ঙ)	পরিচালক (জি আই)
(চ)	সিস্টেম এনালিস্ট
(ছ)	উপপরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
 মহাপরিচালক	

“সাতক্ষীরার মাটির টালি”

GI Journal No. 67

Published on:

20 AUG 2026

www.dpdt.gov.bd

Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks
Shilpa Bhaban, 91 Motijheel, Dhaka, Bangladesh

ভৌগোলিক নির্দেশক গণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্রঃ

- (১) ভৌগোলিক নির্দেশক গণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফি সহ এক শ্রেণির গণ্যের জন্য জিআই ফরম-০১ (এক) এবং একাধিক শ্রেণির গণ্যের জন্য জিআই ফরম-০২ (দুই) এ আবেদন করিতে হইবে।
- (২) প্রতিটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।
- (৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।
- (৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট গণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফিঃ

- (১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।
- (২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।
- (৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপরিপূর্ণ ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষাঃ

- (১) সকল আবেদন পত্র বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।
- (২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষরঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে—

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতিঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে তাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদিঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি—

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

- (আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখন্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;
- (ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখন্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং
- (ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;
- (খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;
- (গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;
- (ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;
- (ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;
- (চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;
- (ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ “স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক” অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত “শিল্প মানদণ্ড” থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;
- (জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিতকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (Mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;
- (ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যাখিত কপি ;
- (ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

- (ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;
- (ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ, এবং
- (ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য-জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ .এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদনঃ

- (১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।
- (২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালকের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।
- (৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।
- (৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানাঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে:

মহাপরিচালক

পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস

অধিদপ্তর

শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)

৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

বাংলাদেশ

ফোনঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬

ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬

ই-মেইলঃ dgg@dpdt.gov.bd

Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-৯১

আবেদনের তারিখ: ১৬-০৭-২০২৪ খ্রি.

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য “সাতক্ষীরার মাটির টালি” যা শ্রেণি ১৯ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশক নামঃ “সাতক্ষীরার মাটির টালি”।

শ্রেণিঃ ১৯

ক) আবেদনকারীর নামঃ জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা।

খ) ঠিকানাঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সাতক্ষীরা।

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকাঃ উৎপাদনকারীগণের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) প্রকারঃ ডিজাইন, আকার, উপাদান, উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রভৃতির ভিত্তিতে মাটির টালি বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে, তবে প্রাথমিকভাবে মাটির টালি ০৫ (পাঁচ) প্রকার, যথা:

১. **রূপ টালি:** রূফ বা ছাদে ব্যবহারের জন্য এ টালি তৈরি হয়। রূফ শব্দটি স্থানীয় ভাষায় পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হয়েছে “রূপ টালিতে”। ছাদে টালি ব্যবহার করলে ঘরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত থাকে, অর্থাৎ গরমের দিনে ঠান্ডা এবং ঠান্ডার দিনে গরম থাকে। এ ধরনের টালি আছে প্রায় ৩৫-৪০টি ডিজাইনের।
২. **ফ্লোর টালি:** নাম থেকেই বোঝা করা যাচ্ছে যে এই টালি ফ্লোর বা মেঝেতে ব্যবহৃত হয়। আছে প্রায় ১০০-১২০টি ডিজাইনের। গ্রীষ্মের দিনে ফ্লোর টালি ঘরের মেঝেকে রাখে শীতল। আর শীতকালে ফ্লোর টালি ব্যবহারে ঘরের মেঝে হয় উষ্ণ ও আরামদায়ক।
৩. **ব্লক টালি:** ব্লক টালির অন্য নাম ঘুলঘুলি। আছে ১০-১৫টি ডিজাইনের। মূলত ভেন্টিলেশন তথা কক্ষে বাতাস চলাচলের পথ করে দেওয়ার জন্য এই টালির ব্যবহার।
৪. **ওয়াল টালি বা টেরাকোটা:** এই টালি পাওয়া যায় ৩০-৪০টি ডিজাইনের। টেরাকোটা বলে পরিচিত এই টালিতে বিভিন্ন ধরনের নকশা, পশু-পাখির দৃশ্য, গ্রাম বাংলার বৈচিত্র্য, ফুলের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয় যা অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন।
৫. **পার্কিং টালি:** এ ধরনের টালি রয়েছে ৮-১০টি ডিজাইনের।

ঙ) স্পেসিফিকেশনঃ

১. মাটির টালি দক্ষ কারিগর দ্বারা সম্পূর্ণভাবে হাতে প্রস্তুত করা হয়।
২. মাটির টালি ম্যুরাল, মূর্তি ও বিভিন্ন স্থাপনায় ব্যবহার করা হয়।
৩. বিভিন্ন টালির মধ্যে সংযুক্তিকরণ ছাড়াই এককভাবে যে কোন প্রকারের টালি তৈরি করা হয়।
৪. মাটির টালি উৎপাদন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভারী কোন মেশিন বা যন্ত্রপাতির ব্যবহার হয় না।
৫. টেরাকোটা বলে পরিচিত টালিতে বিভিন্ন ধরনের নকশা, পশু-পাখির দৃশ্য, গ্রাম বাংলার বৈচিত্র্য, ফুলের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়।
৬. এটি ঘরের তাপধারণ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।
৭. টালি তৈরির জন্য শুধুমাত্র পানি ও বেলে-দোআঁশ মাটি ব্যবহার করা হয়।
৮. টালি শুকানোর পরে টালির গুড়াকে রং হিসাবে ব্যবহার করা হয়, আলাদা ক্ষতিকারক কোন রাসায়নিক পদার্থ যুক্ত করা হয় না।

চ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনাঃ

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে আদিকাল থেকেই সাতক্ষীরা জেলা একটি দুর্যোগপ্রবণ এলাকা। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসের নিত্যনৈমিত্তিক আগমন এখানে। প্রাকৃতিক ঝড়-ঝঞ্ঝার সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকা সাতক্ষীরার অধিবাসীরা তাই অর্থনৈতিকভাবে বিভিন্ন সূচকেও বেশ পিছিয়ে আছে প্রাচীনকাল থেকেই। আর তাই ঘরের ছাদ হিসেবে ছন আর খড়ের পর এ এলাকার মানুষের প্রথম পছন্দ ছিল দামে সস্তা মাটির টালি। সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা হওয়ায় এখানকার তাপমাত্রাও অন্যান্য এলাকার তুলনায় বেশি থাকে। আর গ্রীষ্মকালে টালির ঘর থাকে অত্যন্ত ঠান্ডা এবং আরামদায়ক। তাই আবহাওয়াগত কারণে এবং স্থানীয় মানুষের আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য প্রাচীনকাল থেকেই সাতক্ষীরায় গড়ে ওঠে মাটির টালি শিল্প।

সময়ের বিবর্তনে মাটির এই টালি শিল্প বাংলাদেশ থেকে রপ্তানির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন দেশে। মূলত সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলা কেন্দ্রিক এই মাটির টালি তৈরি হয় সম্পূর্ণ হাতে, কোনো মেশিন বা যন্ত্র ছাড়াই। বর্তমানে সাতক্ষীরা ও কলারোয়ার আশেপাশে ঝাউডাঙ্গা, তুজলপুর, ব্রজবল্ল, ধুলিহর ও কাথুনদাসহ বিভিন্ন গ্রামের পালপাড়ায় নতুন প্রযুক্তি ছড়িয়ে পড়েছে। একে একে কলারোয়া ও তার আশপাশের পালপাড়ায় গড়ে উঠেছে টালির কারখানা। এতে প্রায় পাঁচ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

মাটির টালি সম্পূর্ণভাবে হাতে তৈরি করা হয়। টালি তৈরিতে ব্যবহৃত হয় প্রাকৃতিকভাবে সংগৃহীত মাটি ও পানি। মাটিকে বিভিন্ন রূপে হাতের ছোঁয়ায় রং মাখিয়ে কিংবা রং ছাড়াই টালি তৈরি করা হয়। টালি তৈরিতে লাগে না কোন প্রকার জোড়া। উৎপাদনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভারী কোন মেশিনারীজ বা যন্ত্রপাতির ব্যবহার হয় না ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। মাটির টালি বাড়ির ছাদে ব্যবহারের পাশাপাশি বাড়ির দেয়ালে, ফ্লোরে, বিভিন্ন নকশায়, স্থাপনায় ও ম্যুরালেও ব্যবহার করা হয়। টালি দিয়ে রাস্তা নির্মাণ (পার্কিং টালি), ম্যুরাল, বিভিন্ন শো-পিস, ফুলদানি, কলমদানি, ছবির ফ্রেম, ওয়ালম্যাট, টেবিলল্যাম্প, খেলনা ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় পণ্যও তৈরি হচ্ছে বর্তমানে।

মাটির বৈশিষ্ট্য:

মৃত্তিকা দলের নাম	স্তর	রং	বুনট	দৃঢ়তা (আর্দ্র/ভিজা অবস্থায়)	প্রতিক্রিয়া	নিষ্কাশন শ্রেণী
ঈশ্বরদী	উপরিস্তর	ধূসর ছিটযুক্ত ফিকে বাদামী	এটেল	দৃঢ়	নিরপেক্ষ/মৃদু ক্ষার	কিষ্টি৩৭ মন্দ/মন্দ
	মধ্যস্তর	ধূসর ছিটযুক্ত বাদামী	এটেল	দৃঢ়	মৃদু ক্ষার	
	নিম্নস্তর	ধূসর ছিটযুক্ত ফিকে বাদামী	এটেল/এটেল দোআঁশ	দৃঢ়/ঝুরঝুরে	মৃদু ক্ষার	

বালি, পলি ও কাদা-এই তিনটি স্বতন্ত্র মাটি কণার তুলনামূলক অনুপাতের ওপর ভিত্তি করে মাটির বুনটসমূহের নামকরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন মাটি বিভিন্ন অনুপাতে বালি, পলি ও কাদা কণা ধারণ করে থাকে। কোন মাটিতে বালি কণার পরিমাণ বেশি, আবার কোনটাতে কাদা কণার পরিমাণ বেশি। যদি কোন মাটি এই তিনটি শ্রেণীর একটিরও প্রভাব বিস্তারকারী ভৌত বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন না করে তবে তাকে দোআঁশ মাটি বলে। দোআঁশ মাটিতে বালি, পলি ও কাদা কণার শতকরা পরিমাণ সমান থাকেনা। সুষ্ঠুভাবে চাষাবাদের জন্য দোআঁশ ও বেলে- দোআঁশ মাটি সবচেয়ে ভাল। এ ধরনের মাটি সহজে পানি ধারণ করে রাখতে পারে। যে অঞ্চলের মাটি এটেল ও দোআঁশ হয় তা সাধারণভাবে উর্বর হয়ে থাকে এবং সে অঞ্চলের মাটিতে টালি তৈরি ভাল হয়।

সাধারণভাবে মাটি ৪ প্রকারের হয়ে থাকে:

ক) এটেল মাটি: এটেল মাটি টালি তৈরীর জন্য কম উপযোগী।

খ) বেলে মাটি: বেলে মাটি টালি তৈরীর জন্য উপযোগী নয়।

গ) লাল মাটি: লাল মাটি টালি তৈরীর জন্য উপযোগী কিন্তু তুলনামূলক ব্যয়বহল।

ঘ) দোআঁশ মাটি: দোআঁশ মাটি টালি তৈরীর জন্য উত্তম।

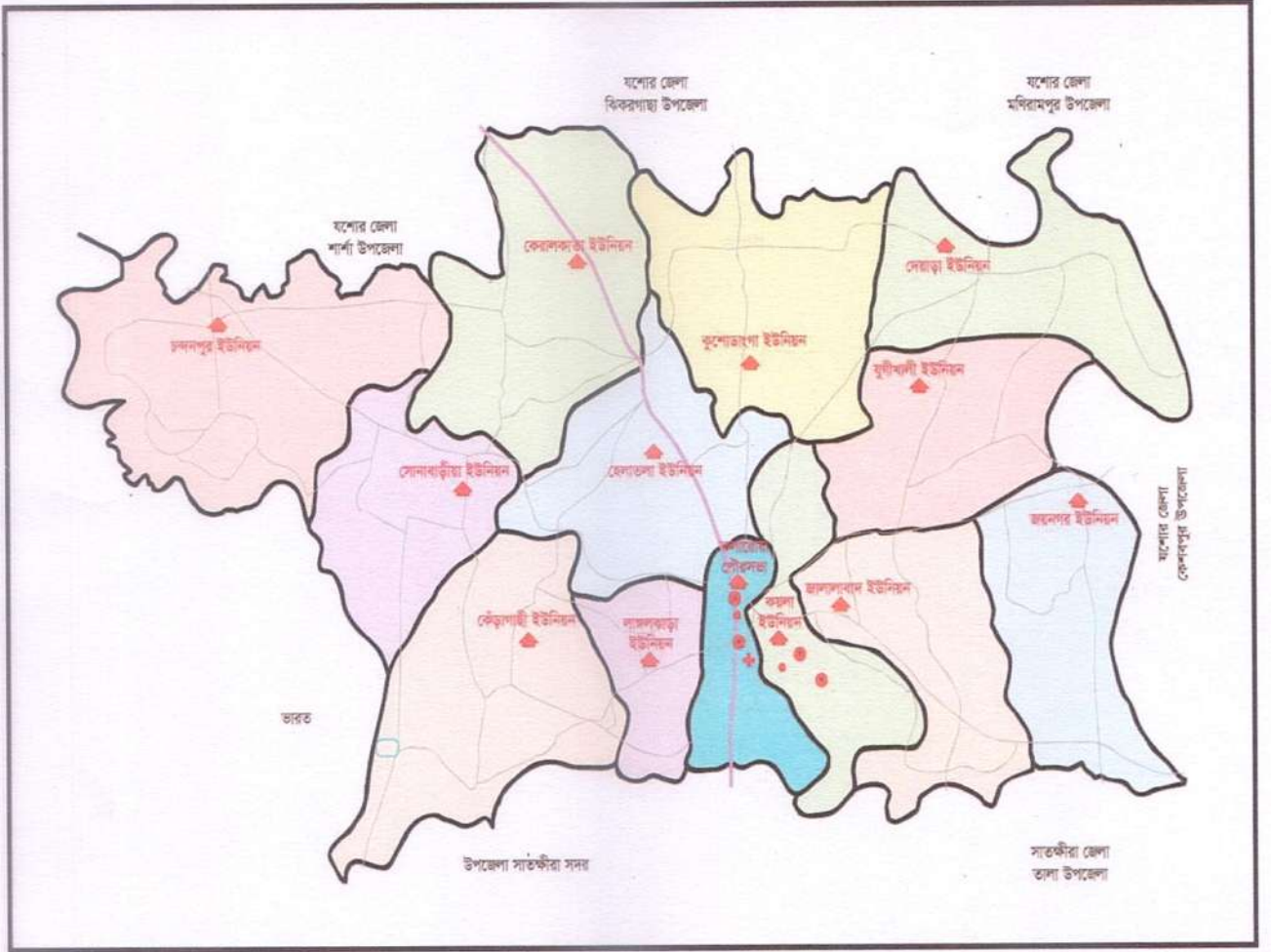
দোআঁশ মাটি টালি তৈরির জন্য সর্বাধিক উপযোগী। বেলে মাটির পানি ধারণক্ষমতা খুবই কম এজন্য বেলে মাটি টালি তৈরির জন্য ততটা উপযোগী হয় না। এই টালির জন্য মূলত বেলে দোআঁশ মাটি ব্যবহার করা হয়।

মাটির টালিতে প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিসহ বিভিন্ন ধরনের নকশা, পশু-পাখির দৃশ্য, গ্রাম বাংলার বৈচিত্র্য, ফুলের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়। এই গুলোকে টেরাকোটা বলে। টেরাকোটা টালি তৈরির জন্য পানি ও বেলে-দোআঁশ মাটি ব্যবহার করা হয় এবং টালি শুকানোর পরে টালির গুড়াকে রং হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত একটি টালি প্রয়োজন অনুপাতে ফুট মাপে হয়ে থাকে। একটি মাটির টালি তৈরি করতে ০৭-০৮ দিন সময় লাগে। একটি টালি মাপ, ফুট ও ডিজাইন অনুপাতে ০৭ (সাত) টাকা থেকে ৩৫০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। তবে ফরমায়েশ দিয়ে পছন্দমতো টালি তৈরি করতে খরচ আরও বেশি।

মাটির টালির গুরুত্ব বিবেচনা করে ২০০২ সাল থেকে ইউরোপ, আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও মধ্য প্রাচ্যের সকল দেশে এই টালি রপ্তানি করা হয়। কলারোয়ার পালপাড়া থেকে ট্রাকে করে টাইলস প্রথমে পাঠানো হয় সমুদ্রবন্দর মোংলায়। তারপর সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম, সিঙ্গাপুর হয়ে ইতালি, নেদারল্যান্ড ও আমেরিকায় যায় বাংলার টাইলস। প্রতিবছর কলারোয়ায় উৎপাদিত টালি রপ্তানি করে অর্জিত হয় পাঁচ-ছয় কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা।

ছ) উৎপাদকের ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্রঃ

সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার কলারোয়া পৌরসভার মুরারিকাটি গ্রাম ও কয়লা ইউনিয়নের শ্রীপতিপুর এলাকার পাল বংশের লোকেরা মাটির টালি তৈরি করে।



সাতক্ষীরার মাটির টালি উৎপাদনের স্থান চিহ্নিত মানচিত্র

জ) উৎপাদন পদ্ধতি:

১. বেঁলে ও দৌআশ মাটি (লাল বর্ণের মাটি অধিক উপযোগী) স্থানীয় অঞ্চলের মাটি ব্যবহার করা হয়।
২. টালি তৈরীতে কাঠের গুড়া, ছাই ও পানি প্রয়োজন হয়।

প্রথমে হাতে বেছে মাটি থেকে ঝিল কাঁকড় ও অন্যান্য পদার্থ পৃথক করে ফেলা হয়। তারপর মাটি গুলোকে সুন্দরভাবে ভিজিয়ে কদমাস্ত করা হয়। কদমাস্ত মাটিগুলোকে এমনভাবে ১২ ঘন্টা জাব করে রাখা হয় যাতে কদমাস্ত মাটিতে আলো বাতাস না লাগে। এরপর কদমাস্ত মাটিগুলোকে টালির ছাচে তৈরীর জন্য উপযোগী করতে হাতের মাধ্যমে মাটির দলাগুলোকে মিশিয়ে মিশিয়ে টালি তৈরীর উপযোগী করা হয়। তারপর টালি তৈরীর পর রোদে শুকিয়ে টালির গায়ে লেগে থাকা উচ্ছিষ্ট অংশগুলোকে বাদ দেওয়া হয়। এই টালিগুলোকে শুকাতে রোদের

আর্দ্রতা অনুযায়ী ৭ থেকে ১৫ দিন সময় লাগে। এরপর ঐ টালিগুলোকে আগুনের চুল্লির ভেতর সাজিয়ে ১৫ ঘন্টা আগুনে পোড়ানো হয়। পোড়ানোর পর টালিগুলোকে ৩ দিন চুল্লির তাপে রাখা হয়। টালিগুলোকে চুল্লিতে সাজানো থেকে শুরু করে টালি পুড়িয়ে চূড়ান্ত প্রক্রিয়াজাত করতে ৭ থেকে ৮ দিন সময় লাগে। টালির আকার-আকৃতির উপর ভিত্তি করে টালি পোড়ানোর সময় ৯০০ থেকে ১২০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পোড়ানো হয়।

টালির বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে টালি ৫ প্রকার। যথাঃ

১. রুপ টালি (৩৫/৪০টি ডিজাইনের আছে)
২. ফ্লোর টালি (১০০/১২০টি ডিজাইনের আছে)
৩. ব্লক টালি (১০/১৫টি ডিজাইনের আছে)
৪. ওয়াল /টেরাকোটা টালি (৩০/৪০টি ডিজাইনের আছে)
৫. পাকিং টালি (৮/১০টি ডিজাইনের আছে)



চিত্র-১ : টালি তৈরীর জন্য মাটি প্রস্তুত করা হয়েছে।



চিত্র-২ : পানি দিয়ে ভিজিয়ে মাটির মত তৈরী করা হয়েছে।



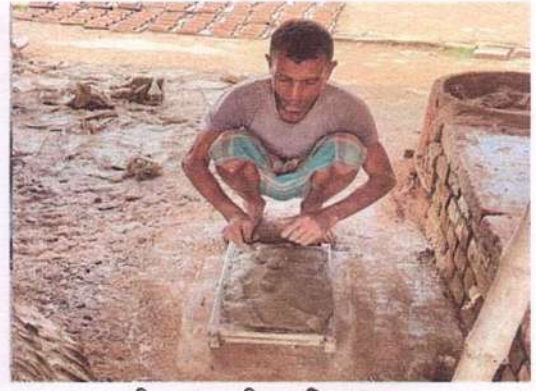
চিত্র-৩ : আর্দ্রতা সঠিক রাখার জন্য তৈরীকৃত মন্ড ঢেকে রাখা হয়েছে।



চিত্র-৪ : মাটি প্রস্তুতকরণের জন্য পা দিয়ে পাড়ানো হচ্ছে।



চিত্র-৫ : মলকৃত মাটি কাটা হচ্ছে।



চিত্র-৬ : ফ্রেমের ভিতরে মাটি দেওয়া হচ্ছে।



চিত্র-৭ : ফ্রেমে দেওয়ার জন্য বালি ও কাঠের গুড়া প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে করে আকার সঠিক থাকে।



চিত্র-৮ : ফ্রেম থেকে মাটি বের করা হচ্ছে।



চিত্র-৯ : আকার তৈরী হওয়ার পর রোদে শুকানো হচ্ছে।



চিত্র-১০ : বিভিন্ন আকার তৈরী হওয়ার পর রোদে শুকানো হচ্ছে।



চিত্র-১১ : অল্প রোদে শুকানোর পর বাড়তি অংশটুকু কাটা হচ্ছে।



চিত্র-১২ : বাড়তি অংশটুকু কাটার পর নকশার কাজ করা হয়েছে।



চিত্র-১৩ : রং করে শুকানো হচ্ছে।



চিত্র-১৪ : পোড়ানোর জন্য চুল্লির মধ্যে সাজানো হয়েছে।

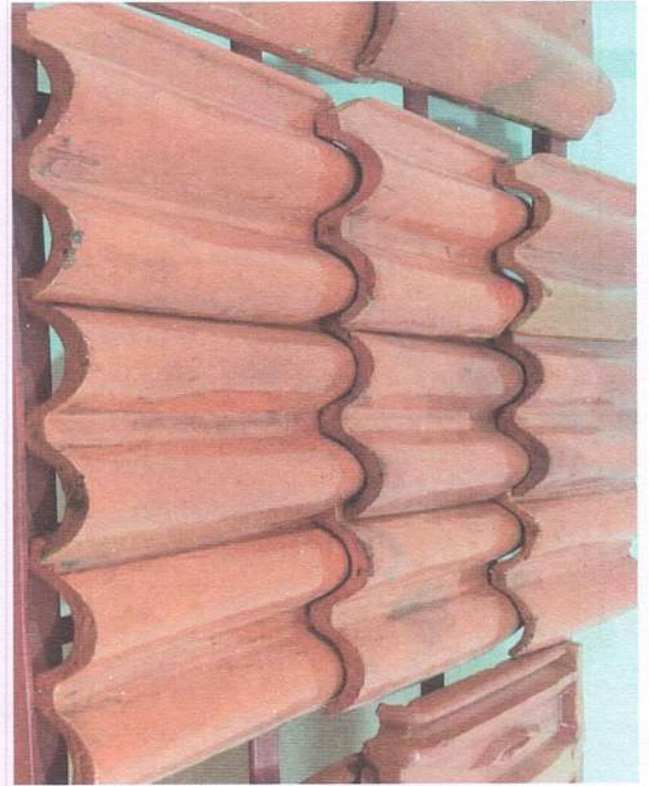


চিত্র-১৫ : চুল্লির মুখগুলো বন্ধ করা হয়েছে।



চিত্র-১৬ : পোড়ানোর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

বিভিন্ন নকশার মাটির টালি



চিত্র-১৭: বিভিন্ন নকশার মাটির টালি



চিত্র-১৮: বিভিন্ন নকশার মাটির টালি

ঝা) উৎসের প্রমাণ:

হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক ড. মো. শাহীনুর রশীদ তার ‘মাটির বাড়ি: বাংলার স্থাপত্য-ঐতিহ্য’ গ্রন্থে লিখেছেন, “মাটির স্থাপত্যের ইতিহাস বহু প্রাচীন। বিশ্ব প্রেক্ষাপটে এই নির্মাণ-প্রযুক্তি প্রায় ৯০০০ বছরের পুরনো। বাংলা অঞ্চলে মৃৎ স্থাপত্য ও মাটির বাড়ির ইতিহাসও অন্ততপক্ষে কয়েক হাজার বছরের। এছাড়া পাণ্ডু রাজার টিবিতে খ্রিস্টপূর্ব ১১ শতকের ও সমসাময়িক মহিষদলসহ চন্দ্রকেতুগড়, মঞ্জলকোট, তাম্রলিপি, মহাস্থানগড়, উয়ারী-বটেশ্বর প্রভৃতি স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মৃৎ-স্থাপনার প্রমাণ পেয়েছেন। ফলে একথা বলা যায় যে প্রকরণ বা যে কাঠামোরই হোক বাংলায় মাটির বাড়ির ঐতিহ্য বহু প্রাচীন।”

তার লেখায় আরো পাওয়া যায়, “মাটির বাড়ির প্রধান নির্মাণ-উপাদান মাটি-এ মাটি মূলত লাল, ঐটেল, বেলে-ঐটেল প্রভৃতি নামে পরিচিত। এসব মূলত আঠালো মাটি। নির্মাণের জন্য স্থানীয় মাটিই ব্যবহৃত হয়—সাধারণত অন্য অঞ্চল হতে মাটি আনা হয় না। মাটির সহ-উপাদানের মধ্যে বাঁশ, কাঠ, খড়, শণ, উলুখড়, কাশ, ধানের নাড়া, তুষ ও পাট প্রধান। মাটির বাড়ির আচ্ছাদন-উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় টালি, খড়, শণ, উলুখড়, কাশ, বাঁশ ও পাট বা দড়ি। যদিও শণের ব্যবহার এখন আর দেখা যায় না। উল্লেখ্য, বাংলা অঞ্চলে নির্মাণ কাজে ঢেউটিনের ব্যবহার শুরু হয় বিশ শতকের প্রথম দিকে। তবে ছাউনি হিসাবে টালির ব্যবহার আধুনিক বিষয় নয়।

প্রাচীনকালের ইতিহাস ঘেটে জানা যায়, এ অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনামলে সাহেবদের কুঠি, অফিস কিংবা বাসভবনের পাকা দালানের একটি চূড়া থাকত টালির তৈরি, যা ব্রিটেনের প্রাচীন স্থাপত্যে এখনো দৃশ্যমান। বাংলাদেশ থেকে টালি উৎপাদক মৃৎশিল্পীরা চলে গেলেও দেশের সীমান্তবর্তী জেলা সাতক্ষীরার কলারোয়ায় মৃৎশিল্পীরা বাঁচিয়ে রেখেছেন ঐতিহ্যবাহী টালি শিল্প। পূর্বপুরুষদের পেশা অনুযায়ী এখানকার পালরা মাটি দিয়ে প্রতিমা তৈরি করতেন। এই প্রতিমা তৈরি করে মুরারিকাটি ও শ্রীপতিপুর এলাকার পাল বংশের লোকরা সারা দেশে সুখ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তীতে সেই মাটি দিয়ে এখানে নানান নকশার টালি ও টাইলস টালি তৈরি করে বিপ্লব আনেন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সারা দেশে এমন বাড়ি খুব কমই ছিল, যে বাড়িতে ছিল না দু-একটি টালির ঘর। দামে সস্তা হওয়ায় ছন আর খড়ের পরই ছিল টালির স্থান। গ্রীষ্মকালে টালির ঘর ছিল সবচেয়ে ঠান্ডা এবং আরামপ্রদ। জানা যায়, কলারোয়ার পালপাড়ার স্থানীয় পাল-সম্রাট সতীশ চন্দ্র পাল ১৯৫২ সালের দিকে ঘরের ছাউনির টালি তৈরির গোড়াপত্তন করেন। সেখান থেকেই মৃৎশিল্পীদের বিস্তৃতি ঘটে। সতীশ চন্দ্র স্বাধীনতা যুদ্ধের পর মারা গেলে তার পরিবারসহ মৃৎশিল্পীদের ব্যবসায় ধস নামে। অভাবের তাড়নায় অনেকেই পৈতৃক পেশা ছেড়ে ভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হন। এভাবে নানা কারণে ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে টালি তৈরির সঙ্গে যুক্ত মৃৎশিল্পীরা দেশ ত্যাগ করলে ঐতিহ্যবাহী টালি শিল্প প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বহু বছর পর ২০০২ সালের প্রথম দিকে ইতালীয় ব্যবসায়ী রাফাইলো আলদো আসেন বাংলাদেশে। দেশের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে তিনি নারায়ণগঞ্জে টালি তৈরির কাজ শুরু করেন। কিন্তু ওই এলাকার মাটি টালি তৈরির উপযুক্ত না হওয়ায় ইটালিতে ফিরে যান। রাফাইলো ফিরে গেলেও তার প্রতিষ্ঠিত টালি কোম্পানির ম্যানেজার রুহুল আমিন দেশের বিভিন্ন স্থানে পোড়ামাটির টালি তৈরির জন্য মাটি খুঁজতে থাকেন। পরে সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার মুরারীকাটি এলাকায় টালি তৈরির উপযুক্ত মাটির সন্ধান পান তিনি। রুহুল আমিনের উদ্যোগেই ২০০৩ সালের প্রথম দিকে বাণিজ্যিকভাবে শুরু হয় টালি তৈরির কাজ। ওই বছরই কলারোয়া থেকে প্রথম ইটালিতে টালি রপ্তানি হয়। এ কারণে এলাকাকে অনেকেই ‘ইটালি নগর’ বলে থাকেন। দুই বছর যেতে না যেতেই এখানকার উৎপাদিত টালি নজর কাড়ে জার্মানি, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের

ব্যবসায়ীদের। কলারোয়ার মাটি পৌঁছে যায় ইউরোপ-আফ্রিকা-পশ্চিম এশিয়ায়। জাহাজে করে রপ্তানি শুরু হ কলারোয়ার বিখ্যাত মাটির টালি।

এ) অনন্য বৈশিষ্ট্য :

০১. মাটির টালি সহজে ভাঙে না ফলে এটি অনেক দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই।
০২. টালি বৃষ্টির পানি ও অন্যান্য আর্দ্রতা থেকে সুরক্ষা প্রদান করে।
০৩. টালি যেহেতু মাটির তৈরি সেহেতু পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয়।
০৪. টালি স্থাপন অনেকাংশেই সহজ।
০৫. বিভিন্ন আবহাওয়ার তারতম্য যেমন: গরম এবং ঠান্ডা এই টালি সহ্য করতে পারে।
০৬. মাটির টালি বিভিন্ন ডিজাইন এবং আকারে পাওয়া যায়, যা স্থাপত্যের চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

ট) ব্যবহারকালঃ

‘পূর্ব পুরুষদের পেশা অনুযায়ী এখানকার পালরা মাটি দিয়ে প্রতিমা তৈরি করতেন। এই প্রতিমা তৈরি ক মুরারিকাটি ও শ্রীপতিপুর এলাকার পাল বংশের লোকরা সারা দেশে সুখ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তীতে সেই মা দিয়ে এখানে নানান নকশার টালি ও টাইলস টালি তৈরি করে বিপ্লব আনেন। কয়েক বছর আগে সেই টালি শি এতোটাই সুখ্যাতি অর্জন করে যে, এখানকার টালি নিয়মিত রপ্তানি হতো ইতালিসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। এ একে গড়ে ওঠে ৪১টি বিশাল টালি কারখানা। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে নানান প্রতিকূলতা আর সহযোগিতা অভাবে ধংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায় সেই ঐতিহ্যবাহী টালি শিল্প।’

২০০২ সালে ইতালির ব্যবসায়ী রাফাইলো আলদো আসেন বাংলাদেশে। এরপর থেকে দেশের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ঘুরে নারায়ণগঞ্জে টালি তৈরির কাজ শুরু করেন। ওই এলাকার তৈরি টালি পছন্দসই না হওয়ায় তিনি আবা নিজ দেশে ফিরে যান। ওই কোম্পানির ম্যানেজার রুহল আমিন দেশের বিভিন্ন স্থানে পোড়া মাটির টালি তৈরির জ মাটি খুঁজতে খুঁজতে কলারোয়ার কুমারপাড়ায় এসে পেয়ে যান তার মনমতো মাটি। পরবর্তীতে এক্সপোর্ট ইমপো প্রা. লি. এর মালিক রুহল আমিন কলারোয়া কুমোরদের প্রথম মাটির তৈরি টালির সম্ভবনার পথ দেখান। শুরুতে পাঁচটি কারখানার উৎপাদিত সেই টালি ইতালিতে রফতানি হতো। সেখানে একে একে গড়ে ওঠে বহু টালি কারখান এ কারণে এই এলাকা ইতালিনগর বলেও পরিচিত হয়ে ওঠে।’

ঠ) বাণিজ্যের প্রধান অঞ্চলঃ

এখানকার উৎপাদিত টালি নজর কাড়ে ইতালি, জার্মানি, ফ্রান্স, দুবাই, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিক ইংল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের। মংলা বন্দর দিয়ে কলারোয়ার উৎপাদিত টালি চলে যায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিনিময়ে দেশে আসে বৈদেশিক অর্থ। আস্তে আস্তে টালির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এখানে বৃদ্ধি পেয়েছিল টা তৈরির কারখানা।

ড) পরিদর্শন কর্তৃপক্ষঃ

পরিবেশ অধিদপ্তর, সাতক্ষীরা।

ঢ) উৎপাদনকারীগণের তালিকাঃ

কলারোয়া ক্রে টাইলস প্রোপাইটর: গোস্ট চন্দ্র পাল মুরারীকটি, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ০১৭১১-৯৩৩০৫৫	শ্রীকান্ত পাল টালি প্রোপাইটর: শ্রীকান্ত পাল মুরারীকটি, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ০১৭২১-৯৪৭৪৮২	দিপা টালি ঘর প্রোপাইটর: বাদল চন্দ্র পাল মুরারীকটি, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ০১৭১৫-২১২৩১৩
কলারোয়া টালি কর্ণার প্রোপাইটর: শেখ ইমাদুল ইসলাম মুরারীকটি, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ০১৭১৯-০৫৯৩৪০	সন্তোষ টালি কারখানা প্রোপাইটর: সন্তোষ পাল মুরারীকটি, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ০১৯১২-৩৩৭৩০৫	পূজা টালি ঘর প্রোপাইটর: অজয় কুমার পাল ০১৭২৭-৯৬৫৮৮৫
দিপন টালি কারখানা প্রোপাইটর: অর্জুন পাল শ্রীপতিপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ০১৭৬১-৫৭৩২৭০	পোলো ইপিও এন্টারপ্রাইজ প্রোপাইটর: কামাল হোসেন মুরারীকটি, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ০১৯৭৪-৪৮৭৮০০	শ্রীজীতা টালি প্রোপাইটর: ভবসিদ্ধু পাল মুরারীকটি, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ০১৭৪২-১০০৭২০
তৈলক্ষ পাল টালি প্রোপাইটর: বাসুদেব পাল শ্রীপতিপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ০১৭৩৬-৮৪৯৪৪০	হরিকান্ত টালি প্রোপাইটর: হরিকান্ত পাল মুরারীকটি, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ০১৭১৫-৬৩৪৩০৪	নারায়ন পাল টালি প্রোপাইটর: তাপস কুমার পাল শ্রীপতিপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ০১৭৩০-২২২৭৩৩
তুষ্ট টালি কারখানা প্রোপাইটর: অসিম কুমার পাল শ্রীপতিপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ০১৭১৯-৭৮৭০৮৮	আরনো এক্সপোর্ট ইমপোর্ট প্রোপাইটর: আব্দুর সাত্তার শ্রীপতিপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ০১৭২৬-২৭৮৪৭৮	মেসার্স জে, কে ইন্টারন্যাশনাল প্রোপাইটর: মোঃ জাকির হোসেন মুরারীকটি, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ০১৭২৬-৯৪৬২২৫
এম,এস,কে ইন্টারন্যাশনাল প্রোপাইটর: আলী আসকার শ্রীপতিপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ০১৭১২-৫৪৪১৫১	জগবন্ধু পাল টালি প্রোপাইটর: জগবন্ধু পাল শ্রীপতিপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ০১৯২৫-৩৬৫৭১০	প্রজাপতি টাইলস প্রোপাইটর: সুকুমার পাল তুজুলপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ০১৭১৮-৪৫৪২২৮
পলাশ টালী কারখানা কলাগাছী মোড়, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ০১৯২৫-৩৬৫৭১০	কলারোয়া টালী ঘর পালপাড়া বটতলা মোড়, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ০১৭১৩-৯২৫৫৪১	মেসার্স তামিম টালি প্রোপাইটর: শাহানাজ পারভিন শ্রীপতিপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ০১৭১১-১৯২৩২৪

রেফারেন্স:

০১। যায়যায় দিন : <https://www.jaijaidinbd.com/wholecountry/417894>

০২। কালবেলা : <https://www.kalbela.com/ajkerpatrika/lastpage/141032>

০৩। কলারোয়া নিউজ :

<https://kalaroanews.com/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF-%E0%A6%A4%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0/>

০৪। দৃষ্টিপাত :

<https://dainikdristipat.com/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF-%E0%A6%8F%E0%A6%96%E0%A6%A8-%E0%A6%87/>

০৫। রূপালী বাংলাদেশ :

<https://www.rupalibangladesh.com/ajkerpatrika/last-page/48395>

০৬। প্রতিদিনের বাংলাদেশ :

<https://protidinerbangladesh.com/photo-gallery/89495/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA>

০৭। বাংলা ভিশন :

https://www.bvnews24.com/economy/news/103286#google_vignette

০৮। বাংলাদেশ প্রতিদিন :

<https://www.bd-pratidin.com/printnews/1052980>

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস-সি.ডি.পি শাখা-(গ)-৭৯৫/২০২৫-২০২৬/(শিল্প)-১৮-০৫-২০২৬-১২০ বই।

For official use only

Printed by : Md. Maniruzzaman, Deputy Director (Deputy Secretary),

Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.

Published by : Md. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary),

Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.